যায়যায়দিন

তারিখ 03 JUL 2007
পৃষ্ঠা ১০ কলাম ২

ইংলিশ টিচাররাই জানেন না ইংলিশ

ভাঙ্গা (ফরিদপুর) সংবাদদাতা

ফরিদপুরের ভাঙ্গা উপজেলার মাধ্যমিক শিক্ষার ধস নেমেছে। সম্প্রতি এসএসসি পরীক্ষার ফলাফলে এ উপজেলার মাত্র ৪৬ ভাগ পরীক্ষার্থী পাস করেছে। যেখানে বোর্ডের পাসের হার ৬১ ভাগ। জরিপে দেখা গেছে, বেশির ভাগ ছাত্রছাত্রী ইংরেজিতে ফেল করেছে। যার কারণ ভাঙ্গা উপজেলার ২৩টি হাই স্কুলের বেশির ভাগ স্কুলে ডিগ্রি পর্যায়ে ৩০০ নাম্বার নিয়ে পাস করা কোনো ইংরেজি শিক্ষক নেই। ইংরেজি বিষয়টি পড়াচ্ছে ফাজিল পাশ করা মৌলভী, সংস্কৃত পাস করা পণ্ডিত বা সাধারণ শিক্ষকরা। যারা কমিউনিকেটিভ ইংরেজি পড়াতে রীতিমতো হিমশিম খান। তারা নিজেরা ভালোভাবে ইংরেজি না বুঝেই যেনতেন প্রকারে ছাত্রছাত্রীদের গোজামিল দিয়ে পড়ান বলে জানা গেছে। ভাঙ্গা থানার চারটি দাখিল মাদ্রাসার অবস্থাও একই রকম। ভাঙ্গা পাইলট হাই স্কুলে ৩০০ নাম্বারের ইংরেজি পাস করা শিক্ষক রয়েছেন মাত্র ১ জন। তিনি আবার বর্তমানে ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক। ফলে তিনি প্রশাসনিক কাজের বাইরে ক্লাস নেয়ার তেমন একটা সময় পান না। ভাঙ্গা সদরে অবস্থিত কাজী শামসুন্নেসা হাই স্কুলেও ইংরেজিতে দক্ষ কোনো শিক্ষক নেই। ফলে এ বছর এসএসসি পরীক্ষার ফলাফলে অধিকাংশ শিক্ষার্থী ইংরেজিতে ফেল করেছে। তাদের পাসের হার এ বছর মাত্র ৩৬ ভাগ। একই অবস্থা পূর্বসদরদী হাই স্কুল, রায়পাড়া হাই স্কুল, পীরেরচর হাই স্কুল, দেওড়া হাই স্কুল, হামিরদী হাই স্কুল, ব্রাহ্মণপাড়া হাই স্কুল, মালীগ্রাম হাই স্কুল, কাউলীবেড়া হাই স্কুল, তুজারপুর হাই স্কুল, মনসুরাবাদ হাই স্কুলসহ প্রায় প্রতিটি হাই স্কুলে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক হামীরদি হাই স্কুলের একজন শিক্ষক বলেছেন, তাদের স্কুলের একজন ছাত্র অঙ্কে এ+ পেয়েছে, কিন্তু ফেল করেছে ইংরেজিতে। স্কুলগুলোতে যোগ্য ইংরেজি শিক্ষক দিতে না পারায় ছাত্রছাত্রীরা ভাঙ্গা সদরের বিভিন্ন কোচিং সেন্টারে ভিড় জমাচ্ছে। ভাঙ্গা কোর্টপাড়েই কমপক্ষে ১০টি কোচিং সেন্টারের জমজমাট ব্যবসা চলছে। মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদফতরের শিক্ষক নিয়োগের বিধিবিধানে ইংরেজিতে ৩০০ নাম্বার নিয়ে পাস করা শিক্ষক নিয়োগের বিধান থাকলেও অনেক ক্ষেত্রেই তা মানা হচ্ছে না। অন্যদিকে ঢাকা শিক্ষাবোর্ডের বিধিমালায় শুধু টেস্ট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীদের ফরম ফিলাপের বিধান থাকলেও কোনো স্কুলই তা মানছে না। শিক্ষকদের অজুহাত-কমিটির লোকজন ফরম পূরণে প্রভাব খাটায়। বাস্তবে পরস্পরবিরোধী মন্তব্য পাওয়া গেছে।

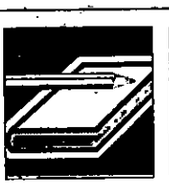

ভাঙ্গার মাধ্যমিক স্কুলগুলোর হালচাল